তারিখ ২২ MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকার চার সরকারি কলেজের ১৬ অধ্যাপকের সংযুক্তি বাতিল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ঢাকাসহ বিভাগীয় সরকারি কলেজের সংযুক্তি বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। রবিবার ১৭ জন অধ্যাপকের সংযুক্তি বাতিল করে মফস্বল এলাকার কলেজে বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ জন অধ্যাপকই ঢাকার চারটি কলেজে সংযুক্তি নিয়ে ছিলেন। গতকাল সোমবার এ আদেশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, এটি যেহেতু ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাই পর্যায়ক্রমে সংযুক্তি বাতিল করা হবে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পর্যায়েরও শিক্ষা ক্যাডারদের সংযুক্তি বাতিল করে মফস্বলের কলেজগুলোতে বদলি করা হবে।

গতকাল সংযুক্তি বাতিল করা অধ্যাপকের মধ্যে সরকারি বাংলা কলেজের ৪ জন, ইডেন কলেজের ২ জন, ঢাকা কলেজের ৫ জন এবং তিতুমির কলেজের ৫ জন। তাদের ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, নরসিংদী, নওগাঁ, পাবনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গ্রামের কলেজ ফাঁকা করে ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরের কলেজগুলোতে পদের বাইরে শিক্ষকদের ভিড় করার প্রবণতা ঠেকাতে গত ১০ মার্চ প্রেষণ/সংযুক্তি বাতিলের নির্দেশনা সম্বলিত একটি চিঠি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সংযুক্তি বাতিলের প্রক্রিয়া পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হলে রাজধানীর ১৫ সরকারি কলেজ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)সহ বিভিন্ন সংস্থায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অন্তত ৪শ' সদস্যকে রাজধানী ছাড়তে হবে, যারা মাঠ পর্যায়ে কলেজে নিয়োগ থাকলেও সংযুক্তি নিয়ে রয়েছেন। এছাড়া বিভাগীয় শহরের সরকারি কলেজও গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদরের কলেজগুলোতে সংযুক্তির মাধ্যমে আরো ৫শ' সদস্যকে চলে যেতে হবে নিজ কর্মস্থলে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ঢাকা বিভাগে ৮১টি সরকারি কলেজ রয়েছে। আর ঢাকা মহানগরীতে সরকারি কলেজের সংখ্যা ১৫টি। এই ১৫টি ছাড়াও আরো কমপক্ষে ৮টি কলেজে শিক্ষকরা সংযুক্ত রয়েছে। শুধু ঢাকা মহানগরীর কলেজ, 'মাউশি'সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ৪ শতাধিক সংযুক্ত কলেজ রয়েছে।

ঢাকার সরকারি কলেজের মধ্যে ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাংলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে সংযুক্তির শিক্ষক ঢাকার অন্য কলেজগুলোর চেয়ে বেশি। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আই কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার বলেন, সংযুক্তি বাতিলে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে, তাই এটি বাস্তবায়ন করতেই হবে।